গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ১৫ - ২১ মে ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী জনরোষ, এসআইআর থেকে গণনা পর্যন্ত নানা অসদুপায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনল

সদ্য শেষ হওয়া রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছে। কী করে এটা সম্ভব হল?

২০১১ সালে সিপিএমের দীর্ঘ শ্বাসরোধকারী শাসনের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের প্রবল ক্ষোভের ঢেউয়ে সওয়ার হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় বসেছিল। কিন্তু মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই সেই তৃণমূল শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের অন্ত থাকল না। মানুষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখেছে, যে প্রত্যাশা নিয়ে তারা তৃণমূলকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, যত দিন গেছে তা চরম হতাশায় পরিণত হয়েছে।

তৃণমূল শাসনে রাজ্যে আইনের শাসন কার্যত উবে গিয়েছিল। সমাজের নিচের তলা জুড়ে কায়েম হয়েছিল এক অরাজক অবস্থা। স্থানীয় নেতাদের দৌরাত্ম্য যেন এক সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করেছিল। নতুন ব্যবসা করলে, দোকান খুললে, এমনকি নিম্নবিত্ত-দরিদ্র মানুষ ছোট একটা বাড়ি তৈরি করলেও নেতাদের মোটা টাকা তোলা না দিয়ে উপায় ছিল না। ফুটপাথের দোকান, রিক্সা, অটো প্রভৃতি থেকে নিয়মিত তোলা আদায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। পুকুর বা ভেড়ি বুজিয়ে জমি করা, বেআইনি জমি দখল, সিন্ডিকেট ব্যবসা ইত্যাদিতে নেতাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। বিধায়কদের ঔদ্ধত্য এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে বহু জায়গায় বিরোধী দলের সমর্থক হলে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, আয়ের বা বসবাসের সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রটুকুও না দিয়ে সাধারণ গরিব মানুষকে হেনস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এই দলবাজি, দুর্নীতি, তোলাবাজি, ঔদ্ধত্যকে তৃণমূল সরকারের সমার্থক হিসাবেই ধরে নিয়েছে।

দুর্নীতি কি শুধু নিচের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল? তা কি শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েনি? শিক্ষামন্ত্রী সহ বেশ কিছু নেতা-মন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে জেলে যেতে হয়েছিল। মানুষ বুঝেছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ না দিলে চাকরি হবে না। স্কুল-শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি অবিশ্বাস্য গভীরতায় পৌঁছেছিল। বেকার তরুণ-তরুণীরা ধরে নিয়েছিলেন, তৃণমূল থাকলে চাকরির পরীক্ষা আর হবে না। গরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি-পাথর খাদানে টাকা লুটের বিপুল তথ্য প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, প্রকাশ্যে আসা এই সব দুর্নীতি হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

সরকার চালাতে গিয়ে নীতিগত যে সব পদক্ষেপ তৃণমূল সরকার নিয়েছে, সেগুলিও মানুষের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলার স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা একদিন সারা দেশে দৃষ্টান্ত ছিল। সিপিএম সরকার ইংরেজি এবং পাশফেল তুলে দিয়ে তার সর্বনাশ শুরু করেছিল। সেই সর্বনাশকে সম্পূর্ণ করেছে তৃণমূল সরকার। বাংলামাধ্যম সরকারি স্কুলগুলি শিক্ষকের অভাবে, পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে, ভেঙে পড়ছে। ইতিমধ্যেই ৮২০৭টি স্কুল বন্ধের মুখে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির কারণে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ায় রাজ্যের স্কুলগুলিতে পড়াশোনা কার্যত তলানিতে চলে গেছে। এর ফলে শুধু শিক্ষকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হননি, ছাত্রছাত্রীরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

গ্যাসের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি
প্রতিবাদে রাস্তায় এস ইউ সি আই (সি)

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কৃষ্ণনগর, নদিয়া

বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাসের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ মে এক বিবৃতিতে বলেন, চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকার বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম আবারও বাড়াল। ২০৭৮.৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হল ৩০৭১.৫০ টাকা।

অর্থাৎ এক ধাক্কায় দাম বাড়ানো হল ৯৯৩ টাকা। এতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবারের ছোট দোকান সহ নানা ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র শিল্প। জীবিকা সহ নানা প্রয়োজনে যে অসংখ্য সাধারণ মানুষ বাইরে খেতে বাধ্য হন, তাঁদের এবং ফুড ডেলিভারির খরচ বিপুল হারে বাড়বে। আমাদের আশঙ্কা খুব শিগগিরই পেট্রল-ডিজেলের দাম আবারও বাড়ানো হবে এবং তার বোঝা বইতে হবে সাধারণ মানুষকেই। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়বে কয়েকগুণ। এমনিতেই বিপর্যস্ত জনসাধারণের জীবনযাপনকে এই মূল্যবৃদ্ধি আরও অসহনীয় করে তুলবে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই নির্লজ্জ ভাবে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী রাশিয়া ও ইরানের সস্তা তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির ক্ষমতায় আরোহণ প্রসঙ্গে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রতিক্রিয়া

৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,

প্রথমেই ফলাফল পরবর্তী আক্রমণ-ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা করছি। এ কথা সত্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজেপির এই জয় এই জন্য নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই দলের রাজনীতি, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা ও কার্যকলাপকে সমর্থন করেছেন। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়ে কী ভাবে এই দল নানা জনবিরোধী ও ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপ চালাচ্ছে, গণআন্দোলন নির্মম ভাবে দমন করছে, প্রশাসনকে দলের পক্ষে নগ্ন ভাবে নির্বাচনে কাজে লাগাচ্ছে, তা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে অজানা নয়।

তা সত্ত্বেও, তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের অপশাসন, সিন্ডিকেট রাজ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে জনগণ এই সরকারের পরিবর্তন চেয়েছেন এবং সংগ্রামী বামপন্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনও বিকল্প শক্তি না থাকার সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে, নির্বাচন কমিশন সহ নানা সংস্থাকে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে বিজেপি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, সরকারের পরিবর্তন হলেও জনজীবনের কোনও সংকটের পরিবর্তন হবে না, বরং ক্রমাগত তা বাড়তেই থাকবে। কারণ যে দলই ক্ষমতায় আসে তারাই পুঁজিবাদের স্বার্থে শোষণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার চালিয়ে যায়। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ সব ক্ষমতাসীন দলেরই একই চরিত্র।

ফলে, আগামী দিনে পুঁজিবাদী শোষণ উচ্ছেদের বিপ্লবী লক্ষ্যে উন্নত নৈতিকতার আধারে জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারণের কাছে আমরা সেই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি ফলাফল পরবর্তী যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা প্রতিহত করার জন্য নির্বাচন কমিশন সহ সর্বস্তরের প্রশাসনকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছি।

বিজেপি ক্ষমতায়

একের পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রবল ক্ষুব্ধ হয়েছেন অভিভাবকরা। ভোটে এই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে। এ ছাড়াও ডিএ নিয়ে সমস্ত সরকারি কর্মচারী, অফিসার, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং পেনশন প্রাপক— যারা সমাজে মতামত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সেই ক্রোধের প্রতিফলন ঘটেছে ভোটে।

রাজ্যে শিল্প না হওয়ায় কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষিত যুবকরা তো বটেই, ডিগ্রিহীন যুবকদেরও কাজের জন্য অন্য রাজ্যে এমনকি বিদেশেও নির্মাণশ্রমিক, মিস্ত্রি, গৃহসহায়ক প্রভৃতি নানা কাজ নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। যুবসমাজের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। শিক্ষিত এবং মেধাবী যুবক-যুবতীরা মনে করেছেন, তৃণমূল সরকার থাকলে স্বচ্ছ নিয়োগ হবে না। এই রকম অবস্থায় বিজেপির হাজারো প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা হলেও, যুবসমাজ খড়কুটোর মতো তাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে।

রাজ্যে স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরির পরিবর্তে তৃণমূল সরকার স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস থেকে পুলিশের থানা পর্যন্ত সর্বত্রই কম বেতনের অস্থায়ী কর্মী দিয়ে কাজ চালিয়েছে। অন্য দিকে ছিটেফোঁটা ভাতা দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে। ভোটের মুখে যুবসাথী প্রকল্পে দেড় হাজার টাকা ঘোষণা করে বেকার যুবসমাজের সমর্থন পেতে চেয়েছে। বিশেষত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পাঁচশো টাকা বাড়িয়ে চেয়েছে মহিলা ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করতে। এই তথাকথিত ভোটব্যাঙ্ক প্রথম কয়েকটি নির্বাচনে কাজ দিলেও বিজেপির আরও বেশি পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতি সামনে আসতেই তা ধসে পড়েছে। একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুনের ঘটনা রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুতর প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আর জি কর, কসবা আইন কলেজ, সন্দেশখালির ঘটনায় পাড়ায় পাড়ায় প্রশ্ন উঠেছে— রাজ্যের তৃণমূল সরকার কি খুনি-ধর্ষকদের আদৌ শাস্তি দিতে চায়? আর জি করের ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে শুধু এ রাজ্য নয়, সারা দেশে, এমনকি বিশ্বের দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ, চিকিৎসক, মেডিকেল ছাত্রছাত্রী, বিশেষত মহিলারা যে ভাবে রাস্তায় নেমে দাবি জানিয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন তা ছিল নজিরবিহীন। তা সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার ন্যায়বিচার দেওয়ার পরিবর্তে দোষীদের আড়াল করেছে। এই ঘটনা তৃণমূল সরকারের প্রতি মানুষকে চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। আর জি কর ছাড়াও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণ প্রবল ক্ষুব্ধ হয়েছিল ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, সারদা-নারদা কেলেঙ্কারির মতো ঘটনায়। এগুলির তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর দেওয়া হলেও, তারা তদন্তে টালবাহানা করে তৃণমূলবিরোধী ক্ষোভকে জিইয়ে রেখে ফয়দা তুলতে চেয়েছে। ভোটে তার প্রতিফলনও ঘটেছে।

বিজেপি নেতৃত্বের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক প্রচার, যেমন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে রাজ্য ছেয়ে গিয়েছে, সীমান্ত এলাকার ধর্মীয় জনচরিত্র বদলে গেছে, হিন্দুরা শীঘ্রই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে পড়বে, এমন সব প্রচারে এক অংশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। পশ্চিমবাংলায় হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিজেপির রমরমার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের নরম হিন্দুত্বের রাজনীতিও কম দায়ী নয়। এক দিকে হিন্দুত্বের রাজনীতির বিভেদ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ত্রাতা হিসাবে নিজেদের তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করেছে, অন্য দিকে হিন্দুত্বের রাজনীতিকে নীতিগত ভাবে মোকাবিলা করার পরিবর্তে 'আমরাও কম বড় হিন্দু নই' বলে বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের পাল্টা নরম হিন্দুত্বের রাজনীতি চালিয়ে গেছে। তারই উদাহরণ জগন্নাথ মন্দির, মহাকাল মন্দির, দুর্গাঅঙ্গন, রামনবমীতে বিজেপির পাল্টা মিছিল। বাস্তবে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের রাজনীতির মোকাবিলার নামে বিজেপির বেঁধে দেওয়া ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির রাস্তাতেই হেঁটেছে। এতে শেষ বিচারে হিন্দুত্বের পালেই হাওয়া লেগেছে। তার সুফল তুলেছে বিজেপি।

এত দিন যে মুসলিম ভোট এককাট্টা ভাবে তৃণমূল পেয়ে এসেছে, এ বার তা আইএসএফ, কংগ্রেস, হুমায়ুন কবীর, মিমের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। তৃণমূল দীর্ঘ দিন ধরে তার সংগঠন চালিয়েছে পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দেওয়া তথ্য, মতামত এবং পুলিশ প্রশাসনের উপর নির্ভর করে। ফলে দলে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিচের তলায় ক্ষোভ জমেছিল। এই ক্ষোভ থেকে দলের একাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।

বিপুল অর্থব্যয়ে বিজেপির প্রচারের বিরাট জৌলুষ মানুষকে খানিকটা হলেও প্রভাবিত করেছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিপুল সংখ্যায় রাজ্যে টানা পড়ে থেকে প্রচার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অজস্র সভা এবং সেগুলি থেকে অনর্গল প্রতিশ্রুতি মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে ভোটে।

ক্ষমতার সুখ-সাম্রাজ্য থেকে তৃণমূলের দ্বারা উৎখাত হওয়ার শোক সিপিএম নেতারা বোধহয় আজও ভুলতে পারেননি। তাই তৃণমূলকেই প্রধান শত্রু হিসাবে গণ্য করে তাঁরা বিজেপির বিরোধিতা করেছেন নাম কা ওয়াস্তে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কয়েক জন নেতার আসন ছাড়া বাকিগুলিতে সমর্থকদের বড় অংশের ভোট গেছে বিজেপির পক্ষে। এসআইআর-এ ৯০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বাদ দেওয়াটা বিজেপির পূর্ব পরিকল্পিত। এই পরিকল্পনার সূচনা নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের আইন বদলে নিজেদের অনুগত নির্বাচন কমিশনার বসানোর মধ্যে দিয়ে। নির্বাচন কমিশন কার্যত বিজেপির বকলমে কাজ করেছে। কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে ভোট শেষ হতেই মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টার পদে পুরস্কৃত করার ঘটনা প্রমাণ করে, কমিশন আর বিজেপির ফারাক বাস্তবে কোথাও ছিল না। নাগরিকদের একটা বড় অংশকে ভোটদান থেকে বিরত রাখার কৌশলও তৃণমূলের ভোট শতাংশ কমাতে সাহায্য করেছে। বহু আসনেই দেখা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস যত ভোটে হেরেছে, এসআইআরে নাম বাদ গেছে ঠিক তত পরিমাণেই বা তার থেকে বেশি। পুরোপুরি কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভোট হওয়ায় শাসক দলের পক্ষে এ বার জাল ভোট দেওয়া সম্ভব হয়নি, যা শাসক দলগুলি প্রতি ভোটেই করে থাকে। এ বার বিজেপি কর্মীরা তাঁদের দলের অনুগত অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় বহু গণনাকেন্দ্রের কার্যত দখল নিয়ে ফেলেছিল। শেষের দিকে বিরোধীশূন্য গণনাকেন্দ্রে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বিজেপির নেতাদের নির্দেশ মতো অফিসারদের লিখতে বাধ্য করা হয়েছে। সরকার দখল করতে মরিয়া বিজেপি ভোটার তালিকা থেকে ভোট গণনা, সব পর্যায়ে নানা অসদুপায় অবলম্বন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই পরাজয় বিজেপির প্রতি কোনও আকর্ষণ থেকে নয়, তৃণমূলের অপশাসনে ক্ষুব্ধ মানুষ তাকে সরাতেই বিজেপিকে সমর্থন করেছে।

এ বারের নির্বাচনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ২৩০টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের সামনে একটি বিকল্প রাজনীতি উপস্থিত করেছে। দলের নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের চুরি দুর্নীতি তোলাবাজি সহ তাদের অপরাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মারাত্মক বিপদের পাশাপাশি তার একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী চরিত্রটিকেও তুলে ধরা হয়েছে। দল বারবার দেখিয়েছে, তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি নয়। কারণ জনগণের জীবনের সমস্ত দুর্দশার মূল রয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে পরিচালিত এই উৎপাদন ব্যবস্থা, এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। তাই সরকার বদলে, মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করে চলা একটি দলকে সরিয়ে তাদেরই অনুগত আর একটি দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে জনজীবনের দুর্দশা ঘুচবে না।

এই সমাজের সমস্ত সুফল ভোগ করতে থাকা শাসকশ্রেণি বিনা লড়াইয়ে জনগণকে এক কণাও কিছু দেবে না। তাই চাই উন্নত নীতির ভিত্তিতে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সচেতন লড়াই। তার জন্য চাই সঠিক দল নির্বাচন। দলের এই বক্তব্য মানুষের মনে দাগ কেটেছে। সিপিএম নেতৃত্বের কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রচেষ্টা বা আইএসএফের সঙ্গে জোট বা বিজেপির প্রতি দুর্বলতা মানতে পারেননি বামমনস্ক বহু মানুষ। তাঁরা এসইউসিআই(সি)-র পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এ রাজ্যের নির্বাচনে 'পাল্টানো দরকার' স্লোগান তোলা বিজেপি কোনও নতুন দল নয়। কেন্দ্রীয় সরকারে এবং ১৫টি রাজ্যে তাদের শাসনের জনবিরোধী চরিত্র অজানা কোনও বিষয় নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর তিতিবিরক্ত জনগণের কাছে আপাতত বিজেপি সেই চরিত্র আড়াল করতে পারলেও তাদের স্বরূপ চিনতে বেশি দেরি হওয়ার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে জীবন-জীবিকার দাবি নিয়ে রাস্তায় নামা ছাড়া মানুষের সামনে কোনও উপায় নেই। এসইউসিআই(সি) জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনের অঙ্গীকার নিয়েই নির্বাচনী সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। আগামী দিনেও দাবি আদায়ের জন্য সরকারের জনবিরোধী নীতি প্রতিরোধ করার জন্য এই আন্দোলনের রাস্তাতেই শামিল হতে মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

জেলায় জেলায় হামলা
রাজ্যপালের কাছে দলের চিঠি

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে পরেই রাজ্য জুড়ে হিংসাত্মক ঘটনার বাড়বাড়ন্তে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক ৬ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলেন,

শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং ফলপ্রকাশের পরে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রেখে শান্তি বজায় রাখার আশ্বাস বারংবার দেওয়া সত্ত্বেও ফলপ্রকাশের পরে যে ভাবে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে, আমরা তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় ইতিমধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বিজেপির মদতে দুর্বৃত্তবাহিনী কলকাতা সহ জেলায় জেলায় মারধর, অত্যাচার চালাচ্ছে, রাজনৈতিক ভাবে বিরোধী কর্মী সহ সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের দোকান-বাড়ি-ঘর এবং বস্তি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। গত ৫ মে কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে এআইডিএসও কর্মীদের, এমনকি ছাত্রীকর্মীদেরও নৃশংসভাবে আক্রমণ করে বহিরাগত এবিভিপি কর্মীরা। বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির মহান নেতা কমরেড লেনিনের মূর্তি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছিল। কিন্তু এটা গভীর দুঃখের যে যাদবপুরে ৮বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে মহান লেনিনের মূর্তিকে অসম্মান করা হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে শ্রীপত সিং কলেজের সামনে তাঁর মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সে জন্য আপনাকে এখনই হস্তক্ষেপ করার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছি। আমরা এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে শীঘ্র আপনার সুবিধেমতো সময়ে সাক্ষাত করার জন্য সময় চাই।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

একের পাতার পর

ভারতকে বেশি দামে আমেরিকার তেল কিনতে হচ্ছে। আমরা বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাসের এই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করছি। ভুক্তভোগী জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, পুঁজিবাদী সংকটের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপানোর এই নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী এমন আন্দোলন গড়ে তুলুন যাতে সরকার এই নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

কোচবিহারে প্রতিবাদী মিছিল

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী

শিবদাস ঘোষ

"... বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়ারা শক্তিশালী বলে, তাদের হাতে প্রবল রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে বলে চিরকাল তারা জগদ্দল পাথরের মতোই আমাদের ঘাড়ের উপর বসে থাকবে— এমন ঘটলে বুর্জোয়াদের হয়তো ভাল হত এবং এ ভেবে তারা খুশিও হতে পারে, কিন্তু এ রকম ঘটে না। তবে এই পরিবর্তন কত দিনে ঘটবে, এটা নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ এবং লাইন গ্রহণ করে, যথার্থ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে স্তরে স্তরে গণআন্দোলনগুলো ঐক্যবদ্ধ ভাবে পরিচালনার মারফত জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান, অর্থাৎ সোভিয়েটের মতো বিপ্লবী কাউন্সিল এবং গণকমিটিগুলো গড়ে তুলতে কত দিন আপনারা নেবেন, তার ওপর নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি বিপ্লব হবে।

আপনারা মনে রাখবেন, এ কাজ ফাঁকি দিয়ে হবে না, মাঠে-ঘাটে শুধু চিৎকার করেও হবে না বা ভোটের বাক্সে কেরামতি-কারসাজি দেখিয়েও হবে না। বিপ্লব তখনই আপনারা করতে সক্ষম হবেন যখন সঠিক মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শের ভিত্তিতে এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম আপনারা দিতে পারবেন। ভোটেও যে আপনারা লড়েন এবং অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেগুলো আপনারা গড়ে তোলেন— সেগুলোকেও এই অর্থে লড়াই হিসাবে যদি আপনারা দেখেন এবং মূল বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক অর্থে সেগুলোকে গড়ে তুলতে পারেন— তবেই মনে রাখবেন, এগুলোর সার্থকতা আছে। তা ছাড়া এক ইঞ্চিও বেশি এর কার্যকারিতা নেই। আর, এইটা যদি আপনারা ধরতে সক্ষম হন তা হলে সাথে সাথে এটাও আপনাদের বুঝতে হবে, যে গণআন্দোলনগুলো আপনারা গড়ে তুলছেন, এর আগে যাওয়া আছে, পিছু হঠা আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে, মার খাওয়া আছে— কারণ এর আঁকাবাঁকা পথ আছে।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, এই গণআন্দোলনগুলোর আদর্শ, নীতি, মূল রাজনৈতিক লাইন, বিপ্লবের স্তর নির্ণয় আপনারা ঠিক করেছেন কি না— অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের জায়গায় বুর্জোয়া শ্রেণি যে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন এবং এই বুর্জোয়া শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করাই যে বিপ্লবের প্রধান কার্যক্রম— এটা আপনারা ধরতে সক্ষম হয়েছেন কি না।"

মহান নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাতলে

শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ এ আই ইউ টি ইউ সি-র

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (আইএলসি) না ডেকেই, অর্থাৎ আলোচনার কোনও সুযোগ না দিয়েই ৮ মে শ্রমকোডের রুলস চালুর চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রতিবাদে ১১ মে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির পাদদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করা হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, সহসভাপতি নন্দ পাত্র, শান্তি ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (আইএলও)-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, শ্রম আইনের সংশোধন বা পরিবর্তন স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন ও সরকারের যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে করতে হবে। ভারত আইএলও-র সদস্য হিসেবে এই সিদ্ধান্তের শরিক। দেশে এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মঞ্চ হিসেবে স্বাধীনতার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রতি বছর কমপক্ষে একবার ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (আইএলসি) অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন এবং যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু আগের সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইএলসি ডাকলেও কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৫-তে মাত্র একবার দিল্লিতে আইএলসি ডেকেছে। এআইইউটিইউসি সহ অন্যান্য সমস্ত শ্রমিক সংগঠন বারবার দাবি করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আর কোনও আইএলসি ডাকেনি।

এ দিন এর তীব্র বিরোধিতা করেন কমরেড অশোক দাস। বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি দাবি করেন, শ্রম কোডের রুলস চালু করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে আইএলসি ডেকে এ বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আশা করি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড এই রাজ্যে চালু করার কোনও উদ্যোগ বর্তমান রাজ্য সরকার নেবে না। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে এই দাবিতে রাজ্যপাল দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ওড়িশায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং-মিছিলে নিষেধাজ্ঞা প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

বিজেপি শাসিত ওড়িশার উচ্চশিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় আদর্শ আচরণবিধির নামে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং-মিছিল-জমায়েত-ধর্মঘট করতে গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করেছে।

উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে তৎকালীন বাংলার সরকারের মুখ্যসচিব কার্লাইল বঙ্গ ভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং রাজনীতি থেকে ছাত্রদের দূরে রাখতে এ ধরনের একটি সার্কুলার জারি করেছিল। স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরে শাসক বিজেপি সেই সার্কুলারই ফিরিয়ে আনতে চাইছে। যদিও সংবিধানের ১৯তম ধারা অনুযায়ী বক্তব্য রাখা, মতপ্রকাশ, শান্তিপূর্ণ জমায়েতের এবং অ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিয়ন গড়ে তোলা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং ছাত্রস্বার্থবিরোধী এই আদর্শ আচরণবিধি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের ঘোষণার দাবি জানিয়ে এআইডিএসও ৫ মে ভুবনেশ্বরে ছাত্র কনভেনশনের আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সোমনাথ বেহেরা এবং সহ-সভাপতি ভাগ্যরবি দাস, নিরুপমা বেহেরা এবং সুনীল ভোই। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণাসেন নায়েক প্রস্তাব পাঠ করেন।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্র নায়ক, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক সুভাষ নায়ক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক সিদ্ধার্থ রথ এই সার্কুলার বাতিলের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এ দিন ভুবনেশ্বরে রাজ্য সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কনভেনশনে মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভ প্রমাণ করল মে দিবস আজও প্রাসঙ্গিক

১ মে আবার একটা মে দিবস চলে গেল। ১৪০ বছর আগে ১৮৮৬ সালে অমানবিক পরিবেশে উদয়াস্ত কাজ করানোর প্রতিবাদে ৮ ঘণ্টা শ্রমসময়ের দাবিতে আমেরিকার শিকাগো সহ নানা শহর শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ১ থেকে ৪ মে দফায় দফায় পুলিশের গুলিতে ১০ জনের বেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হন বহু শ্রমিক। বিচারের প্রহসনে ৪ জন নেতার ফাঁসি হয়।

দলের কেন্দ্রীয় দফতরে মে দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পলিটবুরো সদস্য স্বপন ঘোষ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দের

জেলের ভিতর রহস্যজনক মৃত্যু হয় ১ জনের। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সম্মেলন থেকে ওই দিনটিকে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালন করার ঘোষণা হয়। সেই থেকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে শ্রমিক-মেহনতি মানুষ দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে তোলা ওই দাবি আজও কতটা প্রাসঙ্গিক, সাম্প্রতিক উত্তরপ্রদেশের নয়ডা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উত্তাল শ্রমিক বিক্ষোভ তার প্রমাণ।

১৩ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি, উন্নত কাজের পরিবেশ ও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ৪৫ হাজারের বেশি শ্রমিক। সেখানে কাজের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। ১০ বছরের বেশি মজুরি বাড়ানো হয়নি। অথচ ন্যূনতম মজুরি আইন ১৯৪৮ অনুযায়ী, যা নয়া শ্রমবিধিতেও রয়েছে— তাতে বেতনের 'বেসিক' সংশোধন করা অর্থাৎ বাড়ানোর কথা রয়েছে। শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে হয়। ওভার টাইম করলে যে টাকা দেওয়া হয়, তা নামমাত্র। কর্মক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নেই। সে কারণেই নয়ডার পোশাক শিল্প ও গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্পের শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। নয়ডার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তারা। বিজেপির ডজন ডজন কেন্দ্রীয় নেতা শুধু নয়, খোদ প্রধানমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সকলেই যখন ভোটের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে এসে শ্রমিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গলা ফাটাচ্ছিলেন সেই সময়য়েই এই বিক্ষোভ দমনে বিজেপি সরকারের পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে। মহিলা শ্রমিকরাও রেহাই পাননি। আহত হয়েছেন বহু শ্রমিক, গ্রেপ্তার হয়েছেন কয়েকশো। আন্দোলন করার অপরাধে বহু শ্রমিককে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আন্দোলন সমর্থন করার অপরাধে এআইইউটিইউসি-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদককে গৃহবন্দি করে রেখেছিল প্রশাসন। এখনও বহু শ্রমিক জেলবন্দি রয়েছেন।

শুধু নয়ডা শিল্পাঞ্চলে নয়, আজ গোটা দেশে শ্রমিকরা অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে কাজ করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতি ঠিকা শ্রমিকদের। বকেয়া বেতন না দেওয়া, ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ইচ্ছামতো ছাঁটাই, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করানো, সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি না দেওয়া—এ সব এখন কারখানাগুলির স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। বহু কারখানায় বিশুদ্ধ খাবার জল, এমনকি উপযুক্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থাও নেই। সম্প্রতি কর্মক্ষেত্রে যথাযথ নিরাপত্তা না থাকার মাশুল দিতে হয়েছে বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বয়লার ফেটে ঝলসানো ২০-র বেশি শ্রমিককে। বহু জায়গায় শ্রমিকরা শুধুমাত্র মৌখিক চুক্তিতেই মালিকের নির্দেশমতো কাজ করতে বাধ্য হন। চুক্তি শ্রমিকের সংখ্যা ঠিকাদার ছাড়া কেউ জানে না। ফলে এঁদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই দূরের কথা, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের হদিশ পাওয়াই দুরূহ। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ কাজ করছেন কোনও লিখিত চুক্তি ছাড়াই।

সিকিমের সিংটমে মে দিবস উদযাপন

পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের রিপোর্ট, সারা দেশে ৫৮ শতাংশ মানুষ কোনও লিখিত চুক্তি ছাড়াই বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করছেন (বর্তমান-১৭ এপ্রিল)। কিছু দিন আগে কলকাতার আনন্দপুরে গাদাগাদি ঘরের মধ্যে বন্দি বহুজাতিক মোমো কারখানা ও ডেকরেটরের গুদামে ১৮ জন শ্রমিক দমবন্ধ হয়ে মারা যান। কর্মচারীদের সংখ্যা নথিভুক্ত না থাকার কারণে মৃত কর্মীদের সঠিক সংখ্যা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো সম্ভব হয়নি। এই অমানবিক পরিস্থিতিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মালিকের মুনাফা জুগিয়ে চলেছেন শ্রমিকরা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় মাঝে মাঝেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন তাঁরা। মাস দুয়েক আগে বিহারের বারাউনিতে হাজার হাজার ঠিকা শ্রমিক আন্দোলনে পথে নেমেছিলেন। দেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে বিজেপি শাসিত 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্য— উত্তরপ্রদেশের গুরগাঁও, নয়ডা, হরিয়ানার পানিপত, মানেসর, বিহারের বারাউনি, গুজরাটের সুরাট— গত দু'মাসে সর্বত্র পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন শ্রমিকরা।

সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ কেন? কারণ মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য মালিকরা শ্রমিক-শোষণ বাড়িয়েই চলেছে। আর তার সেবক সরকারগুলি মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে শ্রমিকদের বহু লড়াইয়ে অর্জিত অধিকারগুলি একের পর এক ছিনিয়ে নিচ্ছে। একদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত শিবিরের পতন ও শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার ফলে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে দেশের তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মালিকদের সাথে সমঝোতার ফলে শ্রমিক আন্দোলন দিশাহীন হয়ে পড়ায় মালিকদের দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়েছে। মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা শ্রমিকদের উপর যে কোনও দমন-পীড়ন নামিয়ে আনতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। যথেচ্ছ শ্রমিক-শোষণের জন্য নয়া শ্রমকোড চালু করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শ্রমিকদের আইনি অধিকারকে নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রমিক-শোষণ আরও তীব্র করেছে।

মে দিবস উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়ালে সভা

উত্তরপ্রদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রথমে শ্রমিক প্রতিনিধি ও কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে কমিটি গড়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা ওই রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শ্রমিক-বিক্ষোভে জল ঢালার চেষ্টা, তা স্পষ্ট। এর পরেই যোগী আদিত্যনাথ শাসানির সুরে বলেছেন, যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিক্ষোভকারীদের 'বহিরাগত', 'পাকিস্তানের দালাল' ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টাও করেছেন তিনি। নয়ডাতে বিক্ষোভের পর যোগী আদিত্যনাথ সরকার উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের আগে বড় ধরনের শ্রমিক অসন্তোষকে চাপা দিতে ১৪ এপ্রিল থেকে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ১১ হাজার ৩১৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাত্র ১৩ হাজার ৬৯০ টাকা করেছে। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দেওয়ার পক্ষে তা অত্যন্ত কম। ফলে শ্রমিকরা অন্তত ২০ হাজার টাকা বেতনের দাবি পূরণের আন্দোলন জারি রেখেছেন। নয়ডায় শ্রমিক বিক্ষোভে বিজেপি সরকারের লাঠিচার্জের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এআইইউটিইউসি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৪ এপ্রিল আন্দোলনকারী শ্রমিকদের অবিলম্বে মুক্তি ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সাথে সাথে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলিকে বিজেপি সরকারের কর্পোরেট-বান্ধব নীতি এবং মালিকী-শোষণ নীতিকে প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ বারের মে দিবস আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের ওপর মালিকের শোষণ নির্যাতন বাড়তেই থাকবে। শাসক দলগুলিও নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মালিক শ্রেণিকে সাহায্য করে যাবে, যতদিন না শ্রমিক শ্রেণি চরম বৈষম্যে ভরা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে।

দেশের যে শ্রমিকশ্রেণি রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে, নিজেদের হাড়ভাঙা শ্রমে মালিকের মুনাফা বাড়ায়, আজ তাদের শপথ নিতে হবে সঠিক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, আন্দোলন গড়ে তোলার, যাতে পুঁজিবাদের সেবক সমস্ত দলের মুখোশ খুলে ফেলা যায়। মালিক শ্রেণিকেও বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, শ্রমিকরাই শেষ কথা বলে, মালিকরা নয়।

মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ সমাবেশ

শিলিগুড়িতে মে দিবস পালন

১ মে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হয়। কোর্ট মোড়ে কমরেড তন্ময় মুখার্জীর শহিদ বেদির পাশে কর্মসূচি হয়। বক্তব্য রাখেন এবং মাল্যদান করেন এআইইউটিইউসি-র প্রাক্তন জেলা সভাপতি কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক জয় লোধ। মহান মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান, কেন্দ্রীয় সরকার যে ৪টি শ্রম কোড চালু করেছে তার প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

তাঁরা সাথে সাথে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বলেন।

সরকারি স্কুল বাঁচানোর দাবিতে
কনভেনশন কর্ণাটকে

কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরির অধিকারের দাবি ক্রমাগত খর্ব করে চলেছে। নির্বাচনী ইস্তাহারে বিজেপির জাতীয় শিক্ষানীতি রাজ্যে চালু না করার কথা বললেও বাস্তবে সরকারি স্কুল বন্ধ করে মন্ত্রীরা পর্যন্ত নিজেদের ব্যক্তিগত স্কুল ব্যবসায় নেমে পড়েছেন।

এর বিরুদ্ধে ১০ এপ্রিল বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে এআইডিএসও আয়োজিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক কে মারুলাসিদ্দাপ্পা, শিক্ষাবিদ নিরঞ্জনারাধ্যা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এস জি সিদ্দারামাইয়া প্রমুখ বিশিষ্টজন। প্রধান বক্তা এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক সিদ্ধার্থ রথ ওড়িশা সহ নানা রাজ্যে স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেন।

সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও রাজ্য সভাপতি অশ্বিনী কে এস। রাজ্য স্তরে ‘সেভ পাবলিক এডুকেশন’ কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন অধ্যাপক এ মুরিগেপ্পা। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সহ শিক্ষাব্রতী, কৃষক শ্রমিক মহিলা ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন।

হাওড়ার শ্যামপুরে দলের অফিসে তাণ্ডব

নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথা বললেও নির্বাচনের ফল ঘোষণার রাতেই হাওড়া গ্রামীণ জেলায় দীর্ঘ ৪০ বছরের পুরনো শ্যামপুর লোকাল কমিটির অফিস এক দল দুষ্কৃতী ভেঙে তছনছ করে দেয়। দরকারি ফাইল, বইপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেয়। রান্নাঘর, বাথরুম, এমনকি ইলেকট্রিকের কানেকশন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে।

লোকাল থানা, এসডিও, এসডিপিও এবং নির্বাচন কমিশনকে ঘটনাটি জানানো হয়। এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে ৫ মে শ্যামপুর বাসস্ট্যান্ডে সভা হয়।

বিহারে শিক্ষক প্রার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ
নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চতুর্থ পর্বের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং আগের মতো একক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে ৮ মে পাটনায় শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত প্রার্থীদের ওপর বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের পুলিশ নৃশংস ভাবে লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী গুরুতর আহত হন, অনেকে মাথায় আঘাত পান এবং বেশ কিছু ছাত্রী জ্ঞান হারান। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বিহার রাজ্য সম্পাদক অরুণ কুমার সিং ৯ মে এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, শপথ নেওয়ার ঠিক একদিন পরে এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন বিহার রাজ্য সরকার তাদের জনবিরোধী ও কর্মসংস্থানবিরোধী অবস্থান প্রকাশ করল।

তিনি বলেন, প্রায় এক লক্ষ শিক্ষকের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। তার উপর চতুর্থ দফার পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়নি। ফলে শিক্ষক প্রার্থীদের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দাবি শোনা ও পূরণ করার বদলে এ ভাবে নৃশংস লাঠিচার্জ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী।

প্রার্থীদের ন্যায্য দাবি মানা, লাঠিচার্জে আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, গ্রেপ্তার হওয়া প্রার্থীদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং লাঠিচার্জের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেকঠোর ব্যবস্থা নিতে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তিনি রাজ্যের ডবল-ইঞ্জিন সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেসমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

ছত্তিশগড়ে শ্রমিকমৃত্যু ঃ সরকারি অবহেলার
তীব্র নিন্দা এআইইউটিইউসি-র

ছত্তিশগড়ে বেদান্ত লিমিটেড পাওয়ার প্ল্যান্টে বয়লার বিস্ফোরণে ২৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আরও বহু শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৬ এপ্রিল তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি সরকার ও মালিকদের চূড়ান্ত অবহেলাতেই শ্রমিকদের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটেছে। তিনি বলেন, শ্রমকোডে কারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থাই তুলে দেওয়া হয়েছে। মালিকদের মুনাফা সর্বোচ্চ করতে সরকার শ্রম আইন বাতিল করে শ্রমকোড এনেছে। ঘনঘন দুর্ঘটনা ঘটছে। বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি, নিহতদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, পরিবারের একজনকে চাকরি, আহতদের ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তিনি।

মৃত শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দু’জন। গত ১৮ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরে মৃত শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজিত ভুঁইয়ার নেতৃত্বে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ।

এ প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি জানিয়ে ১৯ এপ্রিল একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারি মালিকরা মুনাফার লোভে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত ও আইন-নির্ধারিত নিরাপত্তাব্যবস্থা না রেখেই উৎপাদন করে। এরই পরিণামে এতগুলি মানুষের মৃত্যু ঘটল। মালিক মৃতদের অ্যাকাউন্টে ৫ লক্ষ টাকা পাঠিয়েই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি, নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মৃত শ্রমিক পরিবারের একজনের স্থায়ী কাজ ও ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের আধুনিক চিকিৎসা ও ২০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছত্তিশগড় সরকার ও বেদান্ত শিল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পালনে বাধ্য করুন।

পাকা ধান ঘরে তুলতে চাষিরা সমস্যায় ঃ বিডিওকে স্মারকলিপি

এপ্রিল মাসের শুরুতে কালবৈশাখীর কারণে বোরো ধানের জমিতে জল জমে যাওয়ায় এমনিতেই পাকা ধান কাটতে দেরি হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাট ব্লকের প্রায় সমস্ত নিকাশি খালগুলিতে ব্রিজ তৈরি ও খাল সংস্কারের কাজ চলতে থাকার কারণে খালের উপর আড়াআড়ি ভাবে ক্রসবাঁধ দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি সম্পূর্ণরূপে তুলে না দেওয়ার কারণে কালবৈশাখীর বৃষ্টির জল মাঠ থেকে ঠিকমতো বের হয়নি। ফলে বোরো মরশুমে চাষের পাকা ধান চাষিরা ঘরে তুলতে ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। অবিলম্বে নিকাশি খালের ভেতরে ওই ক্রসবাঁধগুলো সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়ার দাবিতে ২৭ এপ্রিল কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কোলাঘাটের বিডিওকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, জমে থাকা জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য সমস্ত ক্রসবাঁধগুলি অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে কেটে দেওয়া হোক। দ্রুত খাল সংস্কারের গতি বাড়িয়ে আগামী বর্ষার আগে ব্লকের অধিবাসীদের বিধ্বংসী বন্যা ও কয়েক মাস ধরে ফি বছরের জলবন্দি অবস্থা থেকে রেহাই দিতে জরুরি ভিত্তিতে নজরদারি সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বোরো ধান চাষের ব্যাপক ক্ষতি
ক্ষতিপূরণের দাবি

গত কয়েকদিন থেকে শুরু হয়েছে কালবৈশাখীর তাণ্ডব। পূর্ব মেদিনীপুরে কৃষক সংগ্রাম পরিষদ দাবি করেছে, এমনিতেই সার-বীজ-কীটনাশক-জলসেচ ও মজুরি খরচ যেভাবে বেড়েছে, সে তুলনায় ধানের দাম নেই। তার উপর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতি চাষিদের এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিল। অবিলম্বে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শস্যবিমা প্রকল্পে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক।

পূর্ব মেদিনীপুরে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দলগুলির গণ্ডগোল ও ভোট গণনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুনির্দিষ্ট তিন দাবিতে ৩০ এপ্রিল জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও সুব্রত দাস প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, নির্বাচনের পরে নন্দীগ্রামের বয়াল ও ভেকুটিয়া, হলদিয়ার ঝিকুরখালি, ময়নার বাকচা ও আড়ংকিয়ারানা, কোলাঘাটের দেড়িয়াচক, পাঁশকুড়ার মাইশোরা,ভগবানপুরের গুড়গ্রাম সহ বিভিন্ন স্থানে নানা গণ্ডগোল ও হুমকি দেওয়া চলছে। কোথাও বিরোধী দলকে ভোটদানের জন্য বা পোলিং এজেন্ট হওয়ার জন্য মারধরের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি এক জায়গায় পার্টি অফিস দখল হয়েছে। ফলে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, ভোট গণনার পর পরই সংঘর্ষের মাত্রা বাড়তে পারে।

পাঠকের মতামত

জনগণই শেষ কথা বলবে

'বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে
আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোন দলে
ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার
আগে প্রশ্ন করো তুমি কোন দলে
...
বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও
প্রশ্ন করো তুমি কোন দল
আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে
কানে কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন দল'

— শঙ্খ ঘোষের এই কবিতাটা আমাদের অনেকেরই পড়া।

ট্রেনে, বাসে, বাজারে, অফিসে, আড্ডায় বা সমাজমাধ্যমে কেউ কিছু বললেই, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে বক্তার রাজনৈতিক অবস্থান (পড়ুন দলীয় অবস্থান) বুঝে নেওয়া এবং তাকে (দলীয় অর্থে) চিহ্নিত করে ফেলা। কেউ তৃণমূলের সমালোচনা করলে সে বিজেপি বা সিপিএম। কেউ বিজেপির সমালোচনা করলে সে তৃণমূল বা সিপিএম। আবার সিপিএমের সমালোচনা করলে সে তৃণমূল বা বিজেপি। এই তালিকায় কংগ্রেসও আছে। একজন মানুষ কি দলীয় রাজনীতির বাইরে গিয়ে কারও সমালোচনা করতে পারে না? তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মিডিয়ায়, কাগজে বা টিভিতে যে দলের নেতাদের দেখা যায় না বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না— তাদের কি অস্তিত্ব নেই? আরও স্পষ্ট করে বললে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির বাইরে কি কোনও সত্য থাকতে পারে না? একজন ব্যক্তি মানুষ, যার জীবনে অভিজ্ঞতা আছে, পড়াশুনা আছে, সে কোনও দল করে না বলে তার মতামতের কোনও মূল্য নেই, সত্য নেই সেখানে?

গত কয়েক দশকে রাজনৈতিক পরিসরকে সুপরিকল্পিত ভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। এই যে ভোটের বাজারে একটা কথা চালু হল— মেরুকরণ (পোলারাইজেশন)— এটা কি গণতন্ত্রের পক্ষে স্বস্তিদায়ক? হয় তৃণমূল নয় বিজেপি, হয় বিজেপি নয় কংগ্রেস বা প্রধান কিছু আঞ্চলিক দল যারাও আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজেপি বা কংগ্রেসের জোটসঙ্গী। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের এটা ভেবে দেখতে বলব, উল্লেখিত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি আদতে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে, কাদের স্বার্থ রক্ষা করে? তা হলে ছোট দল বা দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের কথা কে বলবে, কোথায় বলবে?

ঠিক এই জায়গায় এসে সংসদীয় রাজনীতির বাইরে গণকমিটি এবং তাদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা। আগামী দিনে রাজনীতির এই পরিসরটি শুধু প্রাসঙ্গিকই হবে না, ক্রমশ শক্তিশালী হবে। এসইউসিআই(সি) -র মতো বাম এবং গণতান্ত্রিক যে শক্তিগুলি রয়েছে, যারা এই গণকমিটি ও গণআন্দোলনের তত্ত্বে বিশ্বাসী তাদের ভূমিকা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ মানুষ এই পচাগলা সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্তি চায়। কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলির শাসন, শোষণ, দুর্নীতি, ভণ্ডামি মানুষ দেখছে, আরও কিছু দিন দেখবে কিন্তু একদিন তাদের মোহভঙ্গ হবে। মানুষ নিজেই নিজের দল চিনে নেবে বা গড়ে নেবে। কাজেই জনগণকে বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই, কোনও দল বা নেতারা নয়, জনগণই শেষ কথা বলবে।

অর্ক মালিক
বেলমুড়ি, হুগলি

এক অমর চেতনার নাম লেনিন

মহান বিপ্লবী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন-এর মূর্তিতে গেরুয়া আবির মাখিয়ে দিলে কি তাঁর চিন্তাধারার রঙ বদলে যায়? না, ইতিহাস এত সহজে রঙ বদলায় না। মূর্তির গায়ে রং লাগানো যায়, কিন্তু সমাজবদলের বৈজ্ঞানিক দর্শনের ভিতরকার আগুনকে ঢেকে দেওয়া যায় না।

লেনিন কেবল একটি মূর্তি নন, তিনি এক সংগ্রামী ধারার নাম, এক সংগ্রামের প্রতীক, শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত মানুষের ঐক্যের অদম্য শক্তি।

যে লাল পতাকা তিনি মেহনতি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তা কোনও কাপড়ের টুকরো নয়, তা রক্তে লেখা ইতিহাস, শ্রমিকের ঘামে ভেজা স্বপ্ন, কৃষকের চোখের জলে গড়া প্রত্যয়ের নাম। গেরুয়া আবিরের সাময়িক প্রলেপ সেই ইতিহাসকে মুছে দিতে পারে না, যেমন ঝড় সাময়িকভাবে আকাশ ঢাকে কিন্তু সূর্যকে নিভিয়ে দিতে পারে না।

আজ যদি কেউ মনে করে সরকারি গদিতে ঝান্ডা বদলালেই মহৎ আদর্শের অবসান হবে, তবে সে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ভুলে গেছে। মহান আদর্শ জন্ম নেয় মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ক্ষুধা, বঞ্চনা, অন্যায় আর প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে। সেই আদর্শকে কোনও রঙের প্রলেপ দিয়ে বদলানো যায় না।

শত শত কমিউনিস্ট কর্মীর জীবন যেতে পারে, তবুও লাল পতাকা মাটিতে পড়ে থাকবে না, কারণ তা কেবল একজন মানুষের হাতে বাঁধা নয়, তা লক্ষ কোটি মানুষের স্বপ্নে গাঁথা। যতদিন শোষণ থাকবে, ততদিন প্রতিবাদ থাকবে, যতদিন বৈষম্য থাকবে, ততদিন সংগ্রাম চলবে। আর সেই সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি স্লোগানে, প্রতিটি প্রতিবাদে লেনিন বেঁচে থাকবেন।

লেনিনকে মুছে ফেলা যায় না। তাঁকে ভাঙা যায় না। তাঁকে ঢেকে দেওয়া যায় না। কারণ লেনিন কোনও পাথরের মূর্তি নন। লেনিন এক অমর চেতনার নাম।

নবনী চক্রবর্তী
পুরুলিয়া

জীবনাবসান

কলকাতা জেলায় শ্যামপুকুর-কাশীপুর লোকালের প্রবীণ পার্টি সদস্য, এআইএমএসএস-এর সংগঠক কমরেড সাবিত্রী সিকদার ২১ এপ্রিল আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

কমরেড সাবিত্রী সিকদার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। অতি অল্প বয়সে পরিবারের সঙ্গে নীতিগত বিরোধে তাঁকে ঘর ছাড়তে হয়। এসইউসিআই(সি) দলের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তাঁর স্বামী কমরেড দিলীপ সিকদারের মায়ের বামপন্থী মনন ও সংস্কৃতি এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'শিক্ষা সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সংকট প্রসঙ্গে' আলোচনা। প্রথম দিকে মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজে এআইডিএসও-র কাজ শুরু করেন তিনি। পরে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র কাজ করতে করতে উত্তর কলকাতায় দলের কর্মী ও কলকাতা জেলায় এআইএমএসএস-এর সংগঠক হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আশেপাশের এলাকায় তাঁর ব্যাপক পরিচিতি গড়ে ওঠে।

দলের চিন্তায় প্রভাবিত এক যৌথ পরিবার হিসেবে সিকদার পরিবারকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নিঃস্বার্থ মন ও উদার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময় যৌথ পরিবারের একজন গৃহবধূর নিয়মিত রাজনৈতিক কাজে বাইরে বেরনো খুব সহজ ছিল না। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরা রান্নাঘর থেকে তাঁকে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়ার জন্য এই দায়িত্ব সানন্দে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

কমরেড সাবিত্রী সিকদার পরিবারের সব সন্তানের যথার্থ মা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। নিজের বা নিজের সন্তানদের জন্য আলাদা কিছুর চাহিদা প্রকাশ করতে তাঁকে কেউ দেখেনি। কেউ কখনও দুর্ব্যবহার করলেও কোনও দিন তা নিয়ে অভিযোগ করেননি। বলতেন, বড় হলে সব সইতে হয়। সন্তানদের বলতেন জীবনে যা করবে পার্টির মত নিয়ে কোরো। এ ব্যাপারে দলের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। পরিবারের অন্য সদস্যদের অভিভাবক ও বন্ধু হতে পেরেছিলেন তিনি।

২০০৭-এ পথ দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা পঙ্গু হয়ে যায়। সেই সময় দীর্ঘ দিন ধরে যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসার মধ্যে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদেরও প্রভাবিত করেছিল। ছাড়া পেয়ে ক্রাচে ভর দিয়েই দলের কাজে বেরিয়ে পড়তেন। পরে শারীরিক কারণে যখন বেরোতে পারতেন না বাড়ির দরজায় বসেই পথচলতি মানুষকে ডেকে গণদাবী দিতেন, পরিচিতদের কাছ থেকে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন।

শেষ জীবন পর্যন্ত উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে গেছেন কমরেড সাবিত্রী সিকদার। ২ মে আহিরীটোলার মঙ্গলসদন হলে কমরেড সাবিত্রী সিকদারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড সাবিত্রী সিকদার লাল সেলাম

নদিয়া জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নাকাশিপাড়া লোকাল কমিটির আড়বেতাই ইউনিটের আবেদনকারী সদস্য কমরেড নূর ইসলাম সেখ ৩১ মার্চ রাতে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দলের কর্মী সহ এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমরেড নূর ইসলাম সেখ বিশিষ্ট জননেতা কমরেড মিলন মজুমদার ও কমরেড নজরুল ইসলামের সাহচর্যে ২০০২ সাল নাগাদ সি পি আই (এম) ছেড়ে এসইউসিআই(সি)-র সংস্পর্শে আসেন। তারপর দলের চিন্তাধারার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দলের কাজকর্ম করতে থাকেন। সেই সময়ে পঞ্চায়েতে সিপিএমের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন। আড়বেতাই গ্রাম পঞ্চায়েতে এস ইউ সি আই (সি)-র দু'জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই সময়কালে সিপিএমের নানা ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে সাহসের সাথে দলের কাজ করে গেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলা ও সংগঠন বিস্তারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর নদিয়া উত্তর জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি কৃষক জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এ বারের বিধানসভা নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনসাধারণের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। দলের সংস্কৃতিকে তিনি পরিবার ও স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে নিয়ে গেছেন। তাঁর বাড়িতে দলের কর্মীদের অবাধ যাতায়াত ছিল। প্রয়াত কমরেডের বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১২ এপ্রিল স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর বাড়ির মাঠে।

কমরেড নূর ইসলাম সেখ লাল সেলাম

'এরা কোনও দিন আদর্শচ্যুত হয়নি'

ভোট প্রস্তুতির সময় এক উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারের কাছে এসইউসিআই(সি) কর্মীরা বিশেষ কাজে গেলে তিনি এক বন্ধুকে ফোন করে সেটি স্পিকারে দিয়ে বললেন— "এসইউসি-র ছেলেরা আমার কাছে এসেছে।"

তাঁর বন্ধুর মন্তব্য— "এই একটি মাত্র দল যারা কোনও দিন আদর্শচ্যুত হয়নি। ভারতের অন্য সব দল এদের গুণাবলির ১০ শতাংশ নিলে দেশটার অবস্থা আজ এত খারাপ হত না।"

স্মার্ট মিটার ঃ তুমুল আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করল

কেন্দ্রের বিদ্যুৎমন্ত্রী গত ২ এপ্রিল বলতে বাধ্য হলেন যে, 'স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়, জোর করে কোনও বিদ্যুৎ গ্রাহককে এই মিটার লাগানো হবে না।' এটা একটা মামুলি জয় নয়। বিজেপির মতো একটা দলের পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এই ঘোষণা আদায় করাটা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। সারা দেশের বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং সমর্থন-সাহায্য করেছেন যে গ্রাহকরা তাঁদের লাগাতার এবং দৃঢ়পণ আন্দোলনের ফলেই সরকারকে স্মার্ট মিটারের প্রশ্নে পিছু হঠতে হল।

বিগত ২০২১ সালের আগস্ট মাস থেকে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিমের (আর ডি এস এস) মাধ্যমে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বসানোর আদেশ জারি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তোড়জোড় শুরু হয়েছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিভিন্ন এজেন্টদের দিয়ে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানোর কাজ। এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রথম লটেই ৩৭ লক্ষ স্মার্ট মিটার কিনে সেগুলো লাগানোর ব্যবস্থা করেছে। দেশের সাধারণ মানুষ প্রথমটা এর সর্বনাশা ফল বুঝে উঠতে পারেননি। একে উন্নত প্রযুক্তির মিটার মনে করে বহু শিক্ষিত মানুষও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইইসিএ) দেশব্যাপী এই স্মার্ট মিটারের ভয়ংকর দিকগুলো তুলে ধরে লাগাতার প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। এই মিটার যে বাস্তবে দেশের সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাটাকেই বেসরকারি একচেটিয়া বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত— এ কথা প্রচারপত্র, বুকলেট, সেমিনার, কনভেনশন, সম্মেলন এবং বিভিন্ন বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকদের বোঝানো হয়েছে যে, এই স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে আগে টাকা তারপরে বিদ্যুৎ, টাইম অব ডে (টিওডি) সিস্টেম, ডাইনামিক প্রাইসিং সিস্টেম, রিয়াল টাইম মনিটরিং সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে বাস্তবে গ্রাহকদের অন্ধকারে রেখে তাদেরই টাকা লুট করা হবে। প্রিপেইড ব্যবস্থায় গ্রাহকদের অগ্রিম টাকাতেই বন্টন কোম্পানিগুলো বিদ্যুৎ বন্টনের ব্যবসা করবে। বেসরকারি বন্টন কোম্পানিগুলিকে পিক অ্যান্ড চুজ করার অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে সকল স্তরের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে সর্বভারতীয় গ্রাহক সমিতি এআইইসিএ, পশ্চিমবঙ্গের অ্যাবেকা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিবাদপত্র পাঠানো, দেশের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে ওই একই প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, প্রাক্তন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা দিল্লিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সর্বভারতীয় কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও বহু কর্মসূচি পালিত হয়।

বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যখন মিলিয়ে দেখেন যে, বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের বক্তব্য সঠিক, তখন তাঁরা সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, পুদুচেরি সহ প্রায় ১৭টা রাজ্যে এই স্মার্ট মিটার বিরোধী আন্দোলনে হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক রাস্তায় নেমেছেন। বিভিন্ন বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ, অফিস অবরোধ, বিশাল বিক্ষোভ মিছিল, রাজ্য প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ মিছিল সহ অভিযান— এ সবই সংগঠিত হয়েছে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন রাজ্য শাখার উদ্যোগে।

গত ১০ মার্চ, যেদিন লোকসভায় জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২৫ তোলার কথা ছিল, সেদিন সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জেলায় জেলায় এই বিলের প্রতিলিপি পুড়িয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সচিবের আহ্বানে এক সর্বভারতীয় সভায় এই বিদ্যুৎ বিলের ওপর অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা তাঁদের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতা উপস্থাপন করেছেন। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির গ্রাহক প্রতিনিধিদের নিয়ে আসামের গুয়াহাটিতে এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে আঞ্চলিক গ্রাহক কনভেনশন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাস্তরে ও ব্লক স্তরে গ্রাহক কনভেনশন করে এলাকায় এলাকায় স্মার্ট মিটার প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১২ জুন ২০২৫, পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 'স্মার্ট মিটার বন্ধ।' আসামে টাটা পাওয়ার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল নতুন করে তারা আর স্মার্ট মিটার লাগাবে না। অবশেষে এই দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বেয়ে কেন্দ্রের বিদ্যুৎমন্ত্রী ২ এপ্রিল বলতে বাধ্য হলেন যে, 'স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়।' তাই এই জয় সারা দেশের বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের বিশাল জয়। এই জয়ের বার্তা দেশের সমস্ত রাজ্যগুলোতে সাধারণ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সর্বভারতীয় সংগঠন আইকা। তারা দাবি করেছে— আরডিএসএস স্কিম বাতিল, স্মার্ট মিটার বাতিল এবং 'বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০২৫' প্রত্যাহারের দাবি যত দিন না আদায় হয় তত দিন এই গ্রাহক আন্দোলনকে আরও তীব্র করার সংকল্প নিতে হবে। কারণ দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই জনগণের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ।

সেই পথ চিনে নিয়ে তাকে শক্তিশালী করাই আজ সময়ের আহ্বান। লাগানো স্মার্ট মিটার খুলে নিতে হবে, ক্ষুদ্র শিল্পে বর্ধিত মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে, গৃহস্থের ২০০ ইউনিট পর্যন্ত এবং কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে— এই দাবিতে আগামী ২ জুন রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ভবন অভিযানে দলে দলে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছে অ্যাবেকা।

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড বাণেশ্বর সামন্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর ৮১ বছর বয়সে ১৭ এপ্রিল সকালে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬৭ সালে তমলুক কলেজে ছাত্রাবস্থায় এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হয়ে কমরেড বাণেশ্বর সামন্ত মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন, পরে এসইউসিআই(সি)-র কর্মীতে পরিণত হন। নিম্নবিত্ত পরিবারের তরুণ হিসাবে তিনি কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে চাকরি নিয়ে হাসনাবাদে চলে যান। দপ্তরের কাজে সততা ও নিষ্ঠার জন্য দপ্তর থেকে পুরস্কৃতও হন। ৮০'-র দশকে কমরেড বাণেশ্বর সামন্ত শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কাজ ও আচরণে গুণমুগ্ধ সহকর্মীরা তাঁর কাজ ভাগ করে নিয়ে তাঁকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করতেন। গ্রামে যখনই আসতেন পার্টির কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন।

মেদিনীপুরে বদলি হয়ে এলে দলের কাজে নানা ভাবে ভূমিকা নেন। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে দলের সাথে যুক্ত করেন। অসুস্থতার ফলে গুরুদায়িত্ব পালন করতে না পারলেও দলের প্রতিটি কর্মসূচিতে সপরিবারে নিয়মিত অংশ নিতেন। পার্টি-অন্তঃপ্রাণ কমরেড বাণেশ্বর সামন্ত পার্টিকে আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নে দলের আহ্বানে সাড়া দিতে কখনওই বিলম্ব করতেন না। বাড়ির এলাকায় বহু গরিব পরিবার ও ছাত্রছাত্রীদের গোপনে সাহায্য করতেন, যা তাঁর জীবনাবসানের পরে তাঁদের মুখ থেকে শোনা গেল। বসতবাড়িতে তাঁর ও স্ত্রীর নিজস্ব অংশ দলের কার্যালয়ে পরিণত হয়। পরে তা আইনসম্মত ভাবে দলের হাতে তুলে দেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড বাণেশ্বর সামন্ত লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (সি) মেদিনীপুর গ্রামীণ লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য, এআইকেকেএমএস-এর মেদিনীপুর সদর ব্লক সভাপতি কমরেড স্বপন মাজী দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৫ মার্চ ওড়িশার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।

নয়ের দশকে মেদিনীপুর শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য এসে তিনি কমরেড প্রভাস ঘোষের এক আলোচনায় দলের রাজনীতির প্রতি দৃঢ় ভাবে আকৃষ্ট হন। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। দাদা-বৌদিদের অত্যন্ত স্নেহভাজন। তাঁর চারিত্রিক গুণে বয়োবৃদ্ধ মা, দাদা-বৌদিরা দলের কর্মীদেরও আপন করে নিয়েছিলেন। বাড়ি হয়ে উঠেছিল দলের কর্মীদের অবারিত দ্বার।

ধীরে ধীরে নিজের ভাইপোরা সহ এলাকার বহু ছাত্র-যুবককে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং বিপ্লবী চিন্তার সংস্পর্শে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁর সাহচর্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

জঙ্গলমহলের হতদরিদ্র বঞ্চিত মানুষের বহু অধিকার আদায় করার জন্য তিনি নিরলস ভাবে লড়াই করেছেন। এআইকেকেএমএস-এর মেদিনীপুর সদর ব্লকের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। দলের গণআন্দোলন ও নানা কর্মসূচি রূপায়ণে এবং জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে সংগঠন বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি।

জঙ্গলমহলে সিপিএমের হার্মাদ ও যৌথবাহিনীর দাপাদাপির সময়েও কৃষকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড স্বপন মাজী। অভাব অনটনের মধ্যে চাষবাস সহ কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও জানা বোঝা, আদর্শগত চর্চা, পত্রপত্রিকা পড়াশোনা নিয়মিত করতেন। সেই সঙ্গে অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী প্রচারবিমুখ এই কমরেড সাংগঠনিক দায়দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

রাতে মেদিনীপুর শহরের কর্নেলগোলায় দলের কার্যালয়ে তাঁর মরদেহ পৌঁছালে নেতা কর্মী শুভানুধ্যায়ীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সভাপতি কমরেড পঞ্চানন প্রধান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতি, কমরেড কমল সাঁই, রাজ্য কমিটির সদস্য তথা পশ্চিম মেদিনীপুর (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী এবং এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। কমরেড স্বপন মাজীর দুই পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ২২ মার্চ বাগেরপুকুরে তাঁর স্মরণসভা হয়। কমরেড স্বপন মাজীর মৃত্যুতে দল হারাল এক নিরহঙ্কারী নিষ্ঠাবান সম্ভাবনাময় কর্মীকে।

কমরেড স্বপন মাজী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 37 Bengali Weekly May 15, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

রাজ্যে রাজ্যে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

এসইউসিআই(সি) দলের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ২৪ এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল রাজ্যে রাজ্যে। এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে প্রতিটি কর্মসূচির সূচনা হয়। সভা-সমাবেশগুলিতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহে উদযাপন অনুষ্ঠানগুলিতে শামিল হন।

শিবপুর সেন্টারে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

দিল্লি ঃ দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদযাপন উপলক্ষে ২৫ এপ্রিল সাইনি ধর্মশালায় জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। দলের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মাও বক্তব্য রাখেন।

আসাম ঃ দলের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে সমাবেশ হয়।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

প্রধান বক্তা ছিলেন প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য জননেতা অসিত ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চন্দ্রলেখা দাস। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুরতজামান মণ্ডল।

ওড়িশা ঃ কটকের শহিদ ভবনে ২৪ এপ্রিল সভা হয়। কয়েক হাজার পার্টিকর্মী ও সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে আদিবাসী মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড শম্ভুনাথ নায়ক। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত।

ছত্তিশগড় ঃ দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৬ এপ্রিল রায়পুরে সভা হয়। মূল বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ। ছত্তিশগড় রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ হরোড়ে সভাপতিত্ব করেন।

কর্ণাটক ঃ বাঙ্গালোরের গান্ধী ভবনে ২৬ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন

কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড এম এন শ্রীরাম। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

ত্রিপুরা ঃ আগরতলায় 'ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম'-এ ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সভা। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন দলের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মলিন দেববর্মা।

কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস ও লেনিন মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বামপন্থীদের অবস্থান

রাজ্যে নির্বাচনে ফলপ্রকাশের পর রাজ্য জুড়ে বিরোধী দলের কর্মীদের উপর হামলা, খুন, অফিস তছনছ, দখল, সংখ্যালঘু মানুষের উপর আক্রমণ, দোকান লুঠ এবং বিশ্ব জুড়ে শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ লেনিনের মূর্তি ভেঙে ফেলা, মূর্তিতে গেরুয়া রং মাখিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনার প্রতিবাদে ৭ মে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট), সিপিআইএমএল-লিবারেশন সহ অন্য কয়েকটি বাম দলের উদ্যোগে এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির পাদদেশে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রতিবাদী মানুষ। লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান করেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সিপিআইএমএল-লিবারেশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল, সিপিআইএমএল-রেড স্টারের সম্পাদক শংকর, সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ি, নাট্যকর্মী জয়রাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ। বক্তারা সকলেই বলেন, রাজ্যে সরকারের এই পরিবর্তন জনজীবনের কোনও সংকটেরই পরিবর্তন আনবে না। উপরন্তু শোষিত মানুষের রুটি-রুজির উপর আক্রমণ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। বাড়বে সাম্প্রদায়িক বিভাজন। একদিকে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে, অন্য দিকে মহান লেনিন সহ কমিউনিস্ট নেতা ও দেশের মনীষীদের উপর যে কোনও অসম্মানের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাঁরা আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু, অমিতাভ চ্যাটার্জী, সিপিআইএমএল-লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির তাণ্ডব

রক্তাক্ত এআইডিএসও কর্মীরা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র কিছু বহিরাগত যুবক ৫ মে হঠাৎ লাঠি, রড নিয়ে ঢুকে পড়ে এবং এআইডিএসও-র ব্যানার ছিঁড়তে থাকে। সংগঠনের সদস্যরা বাধা দিলে দুষ্কৃতীরা তাঁদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। হামলায় এক ছাত্রের মাথা ফেটে যায় ও ছ'জন গুরুতর আহত হন। সবাইকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের এই হামলার তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com